শিক্ষার শৈল্পিক সত্তার মূল্যায়ন আবশ্যক

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর

শিক্ষা বা Education নিছক বিজ্ঞান নয়। এর শৈল্পিক বোধ ও অভিব্যক্তি রয়েছে অসীম। এই বোধ ও অভিব্যক্তির স্বল্প চেতনার জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্জনে আগ্রহ বৃদ্ধি যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়। শিক্ষা অধুনা "Man-Making Art"-এর পরিবর্তে Money Making Machine-এ রূপ নিয়েছে। গোটা বিশ্বজুড়ে অধুনা শিক্ষা পরিবেশের যে দৃশ্য আমাদের নয়ন-চিত্তে ভাস্বর হয়ে ওঠে, তাতে দেখা যায়; আমাদের শিক্ষা পরিবেশ আশাপ্রদ হওয়ার চেয়ে হতাশা ও আশংকার স্তূপে পরিণত হয়েছে। এর মূল কারণ, শিক্ষাদানে শিক্ষক সমাজের শৈল্পিক চেতনাবোধ ও উপযুক্ত পাঠক্রমের যথেষ্ট অভাব। সুস্থ জীবন-বৃদ্ধি আমৃত্যু জীবন-যাপনের জন্য তাকে নানাভাবে, নানা উপায়ে সাজিয়ে তুলতে হয় এই সাজিয়ে তোলাটাই হচ্ছে "শিক্ষা" বা Education-এর আদ্যোপান্ত কর্তব্য। সাজানো জীবন গড়ন ও গঠনঃ to help life grow in beauty in all respects এইটি হচ্ছে শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য। অন্য কথায় "to release the pupli's creative activity"-শিক্ষার্থীর সৃজনশীল কর্মকান্ডকে অবমুক্ত করে দেয়াটা। Creative activity বলতে বুঝায় সে-সব সৃষ্টি শৈলী যা জীবন ও সমাজ, তথা রাষ্ট্রের জন্য সুস্থতা, সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য রচনায় ইতিবাচক অবদান রাখে। শিক্ষার লক্ষ্য মানবশিশুকে স্বীয় প্রজাতি ও প্রকৃতি-পরিবেশ প্রতিবেশের সৌন্দর্য ও মূল্যবোধের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। এক্ষেত্রে তাকে রপ্ত করতে হবেঃ art of appreciating the people and environment "in his individual or own style and trait"- স্রষ্টা প্রদত্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও রচনাশৈলী অনুশীলনীর দ্বারা পরিবেশ ও মানুষের মূল্যবোধ হৃদয়ঙ্গম করার শিল্পকলা। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি মানুষই প্রকৃতিগতভাবে আরাম ও সুখ চায়। এই চাওয়ার ক্ষেত্র আপেক্ষিক। এ কারণে তার ভাব প্রবণতা ও আগ্রহকে সংযত করার প্রয়াসেই "শিক্ষা"-এর শৈল্পিক বোধ সৃষ্টি। স্নেহাপ্লুত মায়ের হাসি, শাসনের ভূমিকায় বাবার রুদ্রমূর্তি, অসংযত প্রতিবেশীর ঝগড়া, প্রকৃতি প্রদত্ত বাগানের ফুল, কোকিলের সুমিষ্ট কুহুতান ইত্যাদি মানবশিশুর প্রত্যক্ষ পরিবেশ। অথবা নবজাতকের কান্না প্রশমিত করার জন্য "মা" গুনগুনিয়ে "সুর" ভাজেন, আলতোভাবে আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে দোলা দেন, বুকের দুধ, ফিডার খাওয়ানোর জন্যে মা-বোনেরা সুমিষ্ট সুরে " সোনা মণি, লক্ষ্মী আমার" ইত্যাদি মোলায়েম ধ্বনি তুলেন।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতা শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করছে নির্বোধের ন্যায়। Education art কে তারা প্রায় হত্যা করে ফেলেছে। Reasoning, method, experiment, analysis, scruting, regimental uniformity, abjectivity- ইত্যাদি বিজ্ঞানভিত্তিক তথা যান্ত্রিক পরিভাষা ও পরিমন্ডলে শিক্ষার মানবীয় ও শৈল্পিক সত্তাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে যে, আধুনিক শিক্ষিত লোকের মাঝে মানবীয় অপেক্ষা যান্ত্রিক তথা দানবীয় রূপ প্রতিনিয়িত প্রকটতর হয়ে উঠছে। হৃদয় নয় বস্তু, জ্ঞান নয় পেশীশক্তি, নম্রতা নয় হিংস্রতা, ত্যাগ নয় ভোগনির্ভর শিক্ষা অধুনা গোটা বিশ্বে শান্তি ও সুখ বৃদ্ধির পরিবর্তে হত্যা ও জিঘাংসা, গরলতা ও কুটিলতার পরিচর্যা করে যাচ্ছে। শালীনতা অপেক্ষা লাম্পট্যের স্বীকৃতিদানে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রাণপাত করে যাচ্ছে। জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত বিশ্বের জনৈক প্রতাপশালী প্রেসিডেন্টের চরিত্র কেলেংকারি ও লাম্পট্য প্রমাণিত হওয়ার পরও তাকে বিশ্ব নেতৃত্ব পদে সমাসীন রাখা হয়েছিল। এটি একটি নৈতিক শিল্পচেতনা রহিত Representative character তথা আধুনিক শিক্ষার বিষময় ফলের সর্বনাশা কলংকতিলক। লক্ষণীয় মানুষের নানারূপ জীবন প্রণালীর সাথে প্রকৃতি নিচয়ের বিভিন্ন রূপ ও আকৃতি-প্রকৃতির চলমান প্রবাহে সুর ও ছন্দ, ছেদ ও লয়ের সম্যক উপলব্ধি ও দায়িত্বজ্ঞান দান করাটাই হচ্ছে বাস্তব ও মানবীয় শিক্ষা। "সদা সত্য বলিব", "ফুলের মতো জীবন গড়িব", "ফুল আপনার জন্য ফোটে না", "ধর্মই জীবন", "মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বিজ্ঞ শত্রু অধিক নিরাপদ" ইত্যাদি পাঠ শুধু নীতিবাক্যই নয়, এগুলোই উচ্চ জীবন লাভের অবিকল্প সোপান। এ বাক্যগুলোর প্রত্যেকটিতেই "Imagery" বা কল্পচিত্র রয়েছে। এর প্রত্যেকটিতেই রয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার উপলব্ধির তীব্র আঁচড়। এই Image বা bitter experience এর উন্মোচন বা connotation সহ শিক্ষাদানই হচ্ছে শিক্ষার শৈল্পিক তথা নান্দনিক রূপ। আমাদের আধুনিক শিক্ষায় এই শৈল্পিক প্রাণ ও পরশ নেই, নেই প্রকৃত শিক্ষার অভিব্যক্তি যা দৈহিক ও বস্তুতান্ত্রিক সত্তার সমৃদ্ধির প্রাণশক্তি, যার স্ফূরণ শৈল্পিক সত্তার অভিভাবকত্বে। ছোট একটা উদাহরণঃ কুমার মাটির তৈজসপত্র রচনা করে এর উপর খোদিত করে দেয় চারু-সৌন্দর্য। কারণ এতে একদিকে যেরূপ তৈজসপত্র ব্যবহারের অভাব মিটে, অপরদিকে একই সাথে হৃদয়ের সৌন্দর্য-তৃপ্তিও মিটে। তৃপ্ত হৃদয়ের জীবন সহজে হিংস্র হয় না। শিক্ষার নান্দনিক ছোঁয়া এটাই।

এ প্রসঙ্গে George Sampson-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি "Humane Education" শীর্ষক প্রবন্ধে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেনঃ "A human education has no material end in view...... Humanism is a matter of life, not of a living".- মানবীয় শিক্ষায় পার্থিব তথা বস্তুতান্ত্রিকতা চূড়ান্ত বা শেষ বিবেচ্য বিষয় নয়।..... মানবীয়তা হচ্ছে জীবন বিষয়ক, জীবিকা বিষয়ক নয়। কারণ জীবিকা উপার্জনের জন্য মানবিক বোধ অত্যাবশ্যক নয়, কিন্তু জীবন রচনায় মানবিক বোধ অত্যাবশ্যক। কারণ সুজীবন শিল্পনির্ভর সুস্থ বিকাশ ও শালীনতা মন্ডিত হওয়ার জন্য এটি অত্যাবশ্যক, এখানেই অশিক্ষিত অর্থোপার্জনকারীর সাথে শিক্ষিতজনের অর্থোপার্জনের রকম-প্রকৃতি বা মন-মেজাজের তফাৎ প্রতিভাত হয়। প্রথমজনের আয় উপার্জন ও অর্থ বিনিয়োগ এবং ভোগে crude temperament বা অপরিশীলিত মেজাজ প্রায়শ স্বভাবজাতভাবে অভিব্যক্ত হয়, যা নান্দনিক না হওয়ার ফলে পরিবেশ প্রতিবেশ প্রায়শ অস্বাস্থ্যকর ঠেকে। স্যাম্পসনের উপসংহার এক্ষেত্রে নিম্নরূপঃ "A human education is a possession in which rich and poor can be equal without isturbance to their national possession."- ধন-সম্পদের ব্যবধান ধনী-গরীবের মধ্যে যাই থাকুক না কেন, এই বৈষম্য মানবীয় শিক্ষার জন্য তাদের মধ্যে বাধা-বিপত্তি বা অসন্তোষ সৃষ্টি করে না। অর্থাৎ human's এর humanism- মানুষের 'মানবীয়তা'ই হচ্ছে শিল্প-সম্ভার। শিক্ষা-এর জনক। বর্তমান বিশ্বের মানুষ লাগামহীন ঐশ্বর্য ও বিকৃত বা বাণিজ্যিক সৌন্দর্যপিপাসু। ফলে তারা শিক্ষাকে Art অপেক্ষা Commerce-এর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। Science, Technonlogy এবং Job-oriented technique হিসেবে এরা শিক্ষাকে define, demonstrate এবং execute করার ফন্দি-ফিকিরে নিমগ্ন। ফলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ নবম শ্রেণীর নতুন বই English For Today-তে দেখা যায় Non-Art এবং Least Aesthetic পাঠ সন্নিবেশের বহুল সন্নিবেশ। A Million Dollar Secret, At the Doctor's, a Joke about a Building ইত্যাদি যা এত নিরেট ও বস্তুসর্বস্ব যে এগুলোতে literature-এর সৌন্দর্য ও স্বাদকে দক্ষভাবে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে Communicative English শিখানোর Jargon-এ। এ ধরনের অতি উৎসাহ শিক্ষার্থীদেরকে মন-মগজে Robot হওয়ার পথে অগ্রসর করিয়ে দিচ্ছে। "Grow more foad to fight hunger, Have controlled parenthood to enjoy health and solvency"-ক্ষুধাকে পরাভূত করার জন্য খাদ্য বেশী ফলাও, নিয়ন্ত্রিত বাবা-মায়ের মতবাদ ধর; কারণ এতে আর্থিক ভোগ ও দৈহিক স্বাদ বজায় থাকে। শিক্ষার এহেন দর্শনের প্রভাবে আধুনিক শিক্ষিতেরা জঘন্য ও নিষ্ঠুরভাবে স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। এদের মন-মগজ ও হৃদয়ে মায়ামমতা ও জীবনোন্নয়নে দুঃখ-কষ্টের প্রয়োজনীয়তা ও এর bitter sweetness-এর অভিজ্ঞতা নেই। এর অমাবস্যা ছাড়াই জ্যোৎস্না ভোগ করতে চায়। এর বিপরীত অবস্থা হলে এরা পালিয়ে বেড়ায়, অথবা আত্মহত্যাযজ্ঞ চালায়। এর ভুলে যায় কাঁটা বিযুক্ত গোলাপ সদৃশ জীবনই সুন্দর ও কল্যাণকর। মহাপুরুষ ও মনীষীদের জীবন এরই অম্লান ও অক্ষয় দৃষ্টান্ত।

সর্বশেষে বাইবেলের একটি ঘটনা দিয়েই এর পরিসমাপ্তি। রাজা মনস্থ করলেন তিনি তার জন্মদিনে নামকরা দু'কয়েদীর একজনকে আজাদী দান করবেন। পাত্র-মিত্র সভাসদের পরামর্শ চাইলেন তিনি। এরা বলল, "জাঁহাপনা আপনার দু'জন নামকরা কয়েদীর একজন হচ্ছে বারাব্বাস (Braabbas) তাকে মুক্তি দিন। যদিও সে বদমায়েশ ও ডাকাত ছিল, তাকে আপনার মনস্কামনা পূরণে অনেক কাজে আসবে। কারণ সে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে পটু অন্যদিকে অপরজন জেসাস (ঈসা আঃ)। সে অতি ভদ্র ও ধর্মপরায়ণ। তাকে মুক্তি দিলে তার দ্বারা সমাজের (তদানীন্তন অধঃপতিত) ভাল-মন্দ নির্বিশেষে কোন কাজ হবে না।" এদের যুক্তিতে প্রভাবান্বিত হয়ে রাজা বারাব্বাসকে মুক্তি দিলেন। আমাদের শৈল্পিক সৌন্দর্য রহিত আধুনিক শিক্ষা বারাব্বাস সৃষ্টি করছে, জেসাসকে ঠেলে দিচ্ছে কারান্তরালে। শিক্ষার নান্দনিক প্রাণ ও সৌন্দর্য পাঠক্রম ও পাঠমালায় প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় আমাদের শিক্ষাঙ্গন এখন বারাব্বাসদের দখলে। এখানে জেসাসের অধিষ্ঠান না হলে আমাদের মানবিক শিল্প ও সভ্যতা অচিরেই বর্বরতা ও হিংস্রতায় পর্যবসিত হবে- সন্দেই নেই। অতএব শিক্ষা-বিজ্ঞানকে আত্মিক সৌন্দর্য ও শিল্পে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে এখনি সচেতন হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সময়ের দাবী- সন্দেহ নেই এতে।

[লেখক: বেসরকারী হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক]